সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

[বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা দেশের কৃষির অগ্রগতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এ ছাড়া দারিদ্র বিমোচন, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কৃষিখাতের অগ্রগতির প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি কৃষি ব্যবস্থার বিকল্প নেই। বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি নীতি ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে সরকার কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় গত কয়েক বছর ধরে অব্যাহতভাবে একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হবে ৩৭৭.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন (আউশ ২৩.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩০.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৮৯.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১২.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ২২.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন) যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৩৭২.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন (আউশ ২১.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১২৮.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৮৭.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১২.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ২১.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন)। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন)। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত সার্বিকভাবে দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি অর্থবছরে মোট ১৪,৫৯৫.০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১০১০৭.৮৫ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬৯.২৫ শতাংশ। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবীমা প্রবর্তন এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । মাটির গুণাগুণ বজায় রাখা ও অধিক ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষম সার ও জৈবসারের ব্যবহার কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ১৩.০৯ শতাংশ। উক্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ১২.৬৪ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস, সাময়িক হিসাব)। এছাড়া সার্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের পরোক্ষ অবদানও রয়েছে। বিশেষ করে বৃহৎ সেবা খাতের মধ্যে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেঁস্তোরা এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের অবদান রয়েছে। অন্যদিকে দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত (এমইএস, ২০১০, বিবিএস)। চলতি অর্থবছরের (২০১৩-১৪) জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা একই সময়ের মোট রপ্তানি আয়ের ৪.৫৩ শতাংশ। কৃষিখাতের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা ছাড়াও সরকার অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নিয়েছে।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্যচাহিদা মেটানো সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের

জন্য ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদাভিত্তিক সিস্টেম-বেজড্ এবং সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় কীট পতঙ্গ/রোগবালাই মুক্ত, খরা/লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্প-সময়ে (Short-duration) ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রারণসহ সার্বিক কৃষি গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরমাণু ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্প-সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তদ্রুপ স্বল্প-সময়ের (সর্বোচ্চ ১১০ দিন) শস্যের জাত চাষের ফলে দেশের মঙ্গাপীড়িত এলাকায় অভাবের সময় খাদ্যাভাব দূর করে মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

কৃষি উপকরণে পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাঁদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবীমা এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Endowment Fund গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, সরকার সারাদেশে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৫ হাজার কৃষক পরিবারের মধ্যে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করেছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৩৭২.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ২১.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১২৮.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৮৭.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১২.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ভূট্টা ২১.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আউশ ২৩.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩০.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী এ অর্থবছরে ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে ২২.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন। বোরো ১৮৯.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১২.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বোরো ধান ও গম ফসল মাঠে থাকায় এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেখানো হয়েছে। সারণি ৭.১ -এ ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলঃ

সারণি ৭.১: খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪ *(সাময়িক)
আউশ	১৫.১২	১৫.০৭	১৮.৯৫	১৭.০৯	২১.৩৩	২৩.৩২	২১.৫৮	২৩.২৬ (প্রকৃত)
আমন	১০৮.৪১	৯৬.৬২	১১৬.১৩	১২২.০৭	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১২৮.৯৭	১৩০.২৩ (প্রকৃত)
বোরো	১৪৯.৬৫	১৭৭.৬২	১৭৮.০৯	১৮৩.৪১	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৭৮	১৮৯.১৬ (লক্ষ্যমাত্রা)
মোট চাল	**২৭৩.১৮**	**২৮৯.৩১**	**৩১৩.১৭**	**৩২২.৫৭**	**৩৩৫.৪১**	**৩৩৮.৮৯**	**৩৩৮.১৪**	**৩৪২.৬৫**
গম	৭.৩৭	৮.৪৪	৮.৪৯	৯.৬৯	৯.৭২	৯.৯৫	১২.৫৫	**১২.৮১** (লক্ষ্যমাত্রা)
ভুট্টা	৮.৯৯	১৩.৪৬	৭.৩০	৮.৮৭	১৫.৫২	১২.৯৮	২১.৭৮	**২২.৩৬** (প্রকৃত)
মোট	**২৮৯.৫৪**	**৩১১.২১**	**৩২৮.৯৬**	**৩৪১.১৩**	**৩৬০.৬৫**	**৩৬১.৮২**	**৩৭২.৬৬**	**৩৭৭.৮২**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * কৃষি মন্ত্রণালয়, মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত।

খাদ্য বাজেট

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ১৬.০০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন।) পরবর্তী সময়ে এ লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন)। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধুমাত্র বোরো ও আমন ফসল থেকে চাল সংগৃহীত হয়েছিল ১২.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন,গম সংগৃহীত হয়েছিল ১.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ উক্ত সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ১৪.০৫ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছিল। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত বোরো এবং আমন ফসল থেকে ৭.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ২.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২০.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন)। এর মধ্যে সরকারি খাতে মোট আমদানির পরিমাণ ৬.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.০৩ ও গম ৬.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন) এবং বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ২.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১৩.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন)।

গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ১৮.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১৮.৪৫ লক্ষ মে. টন। এর মধ্যে সরকারিভাবে ৪.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছিল, যার মধ্যে চাল ০.০১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৪.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং বেসরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ১৪.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১৩.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন)।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরন ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় মুদ্রায়িত (monetised) খাতে (ওএমএস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক ও অন্যান্য) এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা অমুদ্রায়িত (non-monetised) খাতে (কাজের বিনিময়ে খাদ্য-কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে সরকারিভাবে ২৪.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (মুদ্রায়িত খাতে ৬.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং অমুদ্রায়িত খাতে ১৪.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে ২৫.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত মুদ্রায়িত খাতে (ইপি, ওপি, এল.ই, ও.এ.ম.এস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক) ৪.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং অমুদ্রায়িত খাতে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) ৯.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বমোট ১৩.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন। যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ১৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপকরণ মানসম্মত বীজ। অধিক হারে মানসম্পন্ন বীজ কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৩টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৭৩টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১২টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ৭৩টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষি সংখ্যা ৫৭,১১৬ থেকে বৃদ্ধি করে ৭৩,৯৯৬ জনে উন্নীত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জরিপকৃত জমির পরিমাণ ৬৮,৮৪৬ হেক্টর।

বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে চলতি ২০১৩-১৪ মৌসুমে বিএডিসি উন্নত জাতের ৮৬,০০৮ মেট্রিক টন ধান বীজ, ২৭,০০০ মেট্রিক টন গম বীজ, ২৩,০৪৫ মেট্রিক টন আলু বীজ, ২,১৬১ মেট্রিক টন ডাল বীজ, ১,৯৫২ মেট্রিক টন তৈল বীজ, ১,৭৫৬ মেট্রিক টন পাট বীজ, ১২৬ মেট্রিক টন সবজি বীজ, ৩০০ মেট্রিক টন ভূট্টা বীজ এবং ১১৫ মেট্রিক টন মশলা জাতীয় বীজসহ মোট ১,৪২,৪৬৩ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক মোট ১,৪২,৪৬৩ মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণের অর্জন ও লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.২-এ দেখানো হলঃ

সারণি ৭.২: বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০১১-১২ অর্থবছরের অর্জন		২০১২-১৩ অর্থবছরের অর্জন		২০১৩-১৪ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ
ধান বীজ	৯৭৭১০	৯১৮২১	৮৩৫০০	৮৫১১৯	৮৬০০৮	৮৬০০৮
গম বীজ	২৮০০০	২৭৩০৪	২৪০০০	১৮৮৫২	২৭০০০	২৭০০০
ভুট্টা বীজ	১০০০	২৯৬	২৭৬	১৮৪	৩০০	৩০০
আলু বীজ	২২০০০	২০৪৪২	২২০০০	১৯৩২২	২৩০৪৫	২৩০৪৫
ডাল বীজ	১৫৫০	১৪২৬	১৮০০	১৬৯৯	২১৬১	২১৬১
তৈল বীজ	১৪৫০	১০৯২	১৭০০	১৪৬৯	১৯৫২	১৯৫২
পাট বীজ	১৬০০	১৫৮৯	১৩১৮	১০৯৪	১৭৫৬	১৭৫৬
সবজি বীজ	১২৫	১২০	১২৫	১২৬	১২৬	১২৬
মসলা জাতীয় বীজ	৮০০	১০৭	১১৫	১০৩	১১৫	১১৫
সর্বমোট	১৫৪২১৩	১৪৪১৯৭	১৩৪৮৩৫	১২৭৯৬৮	১৪২৪৬৩	১৪২৪৬৩

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

সার

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উচ্চ ফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এসব উচ্চ ফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈবসারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ফসল

উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০১১-১২ অর্থবছরে ইউরিয়া সার ব্যবহৃত হয়েছে ২২.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং মোট সার ব্যবহৃত হয়েছে ৪০.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহার করা হয়েছে ৪১.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২২.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০৬-০৭ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩-এ দেখানো হলঃ

সারণি ৭.৩: কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

('০০০' মেট্রিক টন)

অর্থবছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএসপি	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০০৬-০৭	২৫১৫.০০	৩৪০.০০	১১৫.০০	১২২.০০	১২৫.০০	২৩০.০০	৬.০০	৭২.০০	২৬.০০	-	৩৫৫১.০০
২০০৭-০৮	২৭৬২.০০	৩৯২.০০	১২৯.০০	১১৮.০০	১২০.০০	২৬২.০০	৭.০০	৭৫.০০	২০.০০	-	৩৮৮৬.০০
২০০৮-০৯	২৫৩২.৯৬	১৫৬.০০	১৮.২৩	২০.০০	৪০.০০	৭৫.০০	৩.০০	১৫.০০	৫.০০	-	২৮৬৫.১৯
২০০৯-১০	২৪০৯.০০	৪২০.০০	১৩৬.০০	-	৫০.০০	২৬৩.০০	৫.০০	২০.০০	১০.০০	-	৩৩১৩.০০
২০১০-১১	২৬৫২.০০	৫৬৪.০০	৩০৫.০০	-	৪০.০০	৪৮২.০০	৫.০০	২৫.০০	১২.০০	-	৪০৮৫.০০
২০১১-১২	২২৯৬.০০	৬৭৮.০০	৪০৯.০০	-	২০.০০	৬১৩.০০	৬.০০	১৫.০০	১২.০০	-	৪০৪৯.০০
২০১২-১৩	২২৪৭.০০	৬৫৪.০০	৪৩৪.০০	-	২৫.০০	৫৭১.০০	৮.৫০	৪০.০০	২৪.০০	১৯.০০	৪১৩৩.৫০

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

সেচ

সেচের পানির যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসল উৎপাদন নিবিড়তা, বহুমুখীকরণ ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানের সেচের এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে সেচের পানির পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে Alternante Wetting & Drying (AWD) এর ওপর বোরো মৌসুমে প্রদর্শনী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ও কৃষকদের কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক নদীতে পানি প্রবাহ হ্রাস ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানোর আবশ্যকতার নিরিখে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় খাল-নালা পুনঃখনন/সংস্কার, পাহাড় ছড়ায় ঝিরিবাঁধ ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে বিভিন্ন ক্ষমতার শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, বিদ্যুতায়ন, সেচের পানির অপচয় রোধ করার নিমিত্ত ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ (বারিড পাইপ) সেচনালা নির্মাণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তাছাড়া ছোট ছোট নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান, সেচচার্জ আদায় নিশ্চিতকরণ ও পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপে স্মার্ট কার্ড বেজড প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কাজ চলছে।

সরকারিভাবে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প (শক্তিচালিত পাম্প, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, ভাসমান পাম্প ইত্যাদি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরুর পর দ্রুত সেচের অধীন জমির আয়তন বাড়তে থাকে। সেচের আওতাধীন এলাকার সম্প্রসারণ বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। বিএডিসি সংশ্লিষ্ট সেচ প্রকল্প ও এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, ভাসমান পাম্প ও শক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার এবং খাল-নালা সংস্কার, স্লুইস গেট/ সাইফন ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে সেচভুক্ত এলাকা ছিল ৪৬.৫২ লক্ষ হেক্টর, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৩.৭৩ লক্ষ হেক্টরে। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিএডিসি সারা দেশে ১৯টি প্রকল্প ও ১৩৬টি ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে জলাবদ্ধতা দূরীকরণে বিএডিসি ৬টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ কর্মসূচিগুলোর

আওতায় নিষ্কাশন খাল খননের মাধ্যমে ১৬,৭২৮ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা হয়েছে। এ কাজে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অন্য ৮টি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন আছে।

সেচের পানির পরিবহণ অপচয়রোধে লাগসই সেচ প্রযুক্তি যেমন, গভীর নলকূপ ও শক্তিচালিত পাম্পের ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হচ্ছে। ক্ষুদ্রসেচ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে বিএডিসি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণে খাল ও অন্যান্য জলাশয় পুনঃখনন করা হচ্ছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪,২৫৮ কিঃ মিঃ খাল/নালা খনন/পুন:খনন, ৩,১৫০টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ২,০৪৪ কিঃ মিঃ ভূ-উপরিস্থ সেচনালা এবং ৮২৫.৪৫ কিঃ মিঃ ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ৫৭৮টি গভীর নলকূপ এবং ১,৮৬৮টি শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, ৬০৫ টি অচালু গভীর নলকূপ পুর্নবাসন, ১,২৯৪টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন ও ১,২৫২টি স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও সেচকাজে ব্যবহারের জন্য বিএডিসি'র মাধ্যমে ৪টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো হলো ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায়, সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায়, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ইছামতি নদীতে এবং শিলক খালে। যার ফলে এসব এলাকার ৩৪০০ হেক্টর কৃষিজমি ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচের আওতায় এসেছে।

প্রথমবারের মত ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিএডিসি কর্মসূচির মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি তথা সৌর বিদ্যুৎচালিত পাম্প স্থাপন করেছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলার ১১টি পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় সৌর বিদ্যুৎচালিত পাম্প স্থাপনের লক্ষ্যে বিএডিসি'র মাধ্যমে একটি প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ২০১০ সালে বিএডিসি গ্রাউন্ড ওয়াটার জোনিং ম্যাপ সম্পন্ন করেছে এবং ২০১২-১৩ সালে ভূগর্ভে লবণ পানির অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত একটি সমৃদ্ধ ডাটা ব্যাংক তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে।

২০০৪-০৫ অর্থবছর হতে সেচের আওতাধীন এলাকার বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল ৪৬.৫২ হেক্টর, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫৩.৭৩ হেক্টর এ উন্নীত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন জমির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৩.৯৭ লক্ষ হেক্টর। বছরভিত্তিক সেচকৃত জমির আয়তন সারণি ৭. ৪-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৪: সেচকৃত জমির আয়তন

(লক্ষ হেক্টরে)

সেচ পদ্ধতি	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭ *	২০০৭-০৮*	২০০৮-০৯*	২০০৯-১০*	২০১০-১১*	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪ লক্ষ্যমাত্রা
এলএল পি ও অন্যান্য	৮.৩৮	৮.০৩	৯.৬১	১০.৬৭	১০.৯২	১১.৭৭	১০.৩৯	১১.৪৫	১১.৯৬	১০.৮০
গভীর নলকুপ	৬.৫৪	৭.০১	৭.২৫	৭.৮৬	৭.৯০	৭.৭৩	৭.১৯	৭.৫৯	৯.৩৪	৮.৪৫
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ ভেরি- ডিপসেট)	৩১.৬০	৩১.২১	৩১.৯৬	৩১.৯৭	৩২.৪৫	৩৩.৩৭	৩৫.০৫	৩৪.১৮	৩২.৪২	৪২.৩৮
মোট সেচ	৪৬.৫২	৪৬.২৪	৪৮.৮৩	৫০.৪৯	৫১.২৬	৫২.১৮	৫২.৬৪	৫৩.২২	৫৩.৭৩	৭৩.৯৭

উৎসঃ বিবিএস,* ডিএই, কৃষি মন্ত্রণালয়।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী বিভাগের সবগুলো জেলাতে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩,৮৪৩ টি গভীর নলকূপ ব্যবহার করে আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে সর্বমোট প্রায় ৫.৭২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ যাবৎ ২,৯২৪টি পুকুর পুনঃখনন, ১,২৭৯ কিলোমিটার খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং উক্ত খালে ৬৩৬ টি পানি সংরক্ষণ কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বিগত অর্থবছরে প্রায় ৮০ হাজার হেক্টরেরও অধিক আয়তনের জমিতে সম্পূরক সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ৯৫ হাজার কৃষক উপকার ভোগ করেছেন। গোদাগাড়ী উপজেলায় পদ্মানদী হতে পানি উত্তোলন করে পাইপ

লাইনের মাধ্যমে প্রায় ৩.৫০ কিমিঃ দূরে খালে স্থানান্তর করে খাল থেকে Low Lift Pump (LLP) *এর* মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী প্রায় ২,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষি ঋণ

বাংলাদেশের কৃষি ভরণপোষণ পর্যায়ে (subsistence level) পরিচালিত হয়। একারণে কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে কৃষি ঋণ একটি ভিন্ন মাত্রার গুরুত্ব বহন করে। অন্যদিকে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাত এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সম্প্রতি বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশিত করে ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ,২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ১৪,১৩০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪,৬৬৭.৪৯ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১০৩.৮০ শতাংশ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে বিগত নীতিমালার মূল দিকগুলো গ্রহণের পাশাপাশি সকল ব্যাংকের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণের পরিমাণ ও আওতা বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকান্ডের সম্প্রসারণে কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ, কৃষকদেরকে অধিক হারে ব্যাংকমুখী করা, আমদানি বিকল্প ফসল চাষে শতকরা ৪ ভাগ রেয়াতি সুদ হারে ঋণ প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বিদ্যমান প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারসহ বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে, যা প্রত্যাশিত কৃষি উৎপাদনের প্রত্যক্ষ সহায়তার পাশাপাশি পল্লী এলাকায় অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং আয় উৎসারী কর্মকান্ডের সম্প্রসারণের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ১৪,৫৯৫.০০ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ১০১০৭.৮৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬৯.২৫ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত নিম্নের সারণি ৭.৫ এ দেয়া হলো।

সারণি ৭.৫: বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০০৫-২০০৬	৫৮৯২.২১	৫৪৯৬.২১	৪১৬৪.৩৫	১৫৩৭৬.৭৯
২০০৬-২০০৭	৬৩৫১.৩০	৫২৯২.৫১	৪৬৭৬.০০	১৪৫৮২.৫৬
২০০৭-২০০৮	৮৩০৮.৫৫	৮৫৮০.৬৬	৬০০৩.৭০	১৭৮২২.৫০
২০০৮-২০০৯	৯৩৭৯.২৩	৯২৮৪.৪৬	৮৩৭৭.৬২	১৯৫৯৮.১৫
২০০৯-২০১০	১১৫১২.৩০	১১১১৬.৮৮	১০১১২.৭৫	২২৫৮৮.৫৮
২০১০-২০১১	১২৬১৭.৪০	১২১৮৪.৩২	১২১৪৮.৬১	২৫৪৯২.১৩
২০১১-২০১২	১৩৮০০.০০	১৩১৩২.১৫	১২৩৫৯.০০	২৫৯৭৪.৯৭
২০১২-২০১৩	১৪১৩০.০০	১০২০০.০৬	১০০৮৪.৩৯	২৮৮৪১.০৩
২০১৩-২০১৪*	১৪৫৯৫.০০	১০১০৭.৮৫	১১১২৯.৪৫	৩২১৭৮.৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত।

কৃষি খাতের বাজেট

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ১,৩৮১.০৩ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন খাতে ২৩৪.৩২ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ১,১৪৬.৭১ কোটি টাকা) বরাদ্দ ছিল। সে সময়ে দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ১২,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৯,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে । কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৬,৩৮৩.৬১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬২.০০ কোটি টাকা, এর মধ্যে ছাড় করা হয়েছে ৫১.৬০ কোটি টাকা।

কৃষিখাতে উন্নয়ন কার্যক্রম

(ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ফসল ও সেচ উপখাতে সর্বমোট ৭৪টি উন্নয়ন প্রকল্প অর্ন্তভুক্ত ছিল। উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সর্বমোট ১১৪৬.৭১ কোটি (স্থানীয় সম্পদঃ ৮৭৮.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ২৬৮.৭১ কোটি টাকা) টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১১০৮.৭২ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৬.৭০ শতাংশ।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ফসল ও সেচ উপখাতে সর্বমোট ৬২টি উন্নয়ন প্রকল্প অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ১২৮৯.৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে জিওবি অর্থ ৯৫৬.৮৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৩২.৫২ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে ব্যয় হয়েছে ৫৩১.৬১ কোটি টাকা (জিওবি অর্থ ৩৯১.৬৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩৯.৯৬ কোটি টাকা), যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৪১ শতাংশ।

(খ) রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি

চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১০৪টি কর্মসূচির জন্য মোট ৩২৬.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত ছাড় হয়েছে ২৪৪.৯৭ কোটি টাকা; যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১২৫টি কর্মসূচির জন্য মোট ২৩৪.৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছিল ২৩১.৫৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯ শতাংশ।

কৃষিখাতের সংস্কার

দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুর্নবাসন; কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

- কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩’ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- দেশের সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় তথা দক্ষিণাঞ্চলের সামগ্রিক কৃষির উন্নয়নের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা, Master Plan for Agricultural Development in the region of Bangladesh প্রণয়ন করা হয়েছে;

- তথ্য-উপাত্ত নির্ভর গবেষণাভিত্তিক সার্বিক নীতি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মন্ত্রণালয়কে দ্রুত নীতি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে International Food Policy Research Institute (IFPRI)-এর কারিগরি সহায়তায় Agricultural Policy Support Unit (APSU) স্থাপনের কাজ চলছে;
- ফসল ও মাছের জাত উন্নয়ন, বীজ বর্ধন এবং সরবরাহ, সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, অধিকতর উৎপাদনের জন্য কৃষককে প্রয়োজনমাফিক ইনপুট সহায়তা প্রদান করা এবং পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে ফসল, মাছ এবং প্রাণিপালন কর্মসূচির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং Global Agriculture and Food Security Program Trust Fund-এর অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর যৌথ তত্ত্বাবধানে Integrated Agricultural Productivity Project (IAPP)-শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও আবহাওয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিকূল জলবায়ু সহনশীল শস্যের বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন, অভিযোজন কৌশল ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারণ, দেশের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, চাষীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আধুনিক চাষাবাদের কলাকৌশল কৃষক পর্যায়ে পৌছে দেয়ার জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- সেচ এলাকা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পতিত জমিকে কৃষি জমিতে রুপান্তরকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি;
- কৃষিতথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রূরাল রেডিও স্টেশন স্থাপন এবং কৃষি ভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যেঅনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষি সেবার উন্নয়ন। যেমন - Online Fertilizer Recommendation Software, Bangladesh Rice Knowledge Bank ইত্যাদি প্রদান;
- পাটের জেনম সিকোয়েন্সিং এর উপর প্রায়োগিক গবেষণা, পাট চাষের এলাকা চিহ্নিতকরণ ও রিবন রেটিং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এ খাতের একটি অন্যতম লক্ষ্য । এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে-সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, খাস জলাশয়ে মৎসজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ,মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ঘের ও খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। মৎস্য অধিদপ্তর মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য/চিংড়ি চাষি ও মৎস্যজীবীদের নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

এছাড়াও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন করছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৪.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.৬- এ ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদন পরিসংখ্যান দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪ (লক্ষ্যমাত্রা)
১. অভ্যন্তরীণঃ								
(ক) মুক্ত জলাশয়	৮.৫৪	১.৩৭	১.৬৯	১.৮২	১.৪৫	১.৪৬	১.৪৭	৯.৬৯
(নদী ও মোহনা	১.৭৮	০.১৮	০.২০	০.০৮	০.২২	০.২২	০.২২	
সুন্দরবন বিল কাপ্তাই হ্রদ	১.১৪	০.৭৮	০.৯৩	১.২৭	০.৮২	০.৮৫	০.৮৯	
প্লাবনভূমি)	০.৬৯	০.০৮	০.০৯	০.০৭	০.০৯	০.০৮	০.০৯	
	২৮.১০	৮.১৯	৬.১৭	৭.০৫	৭.৯৭	৬.৯৬	৬.৮৬	
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৪০.২৫**	**১০.৬০**	**৯.০৮**	**১০.৭৫**	**১০.৫৫**	**৯.৫৭**	**৯.৬১**	**৯.৬৯**
(খ) চাষকৃত								
পুকুর	৩.৩৮	৮.৬৬	১০.২৭	১১.৩৯	১২.২০	১৩.৯২	১৪.৭৯	১৯৭৯
বাওড়	০.০৫	০.০৫	০.০৬	০.০৯	০.৫১২	০.০৫২	০.০৬	
অর্ধ আবদ্ধ	১.২২	-	-	০.৪৬	০.০৪৯	১.৩২	১.৩৯	
চিংড়ি খামার	২.৭৫	১.৩৫	১.৪৯	১.৫৬	১.৮৫	১.৯৬	২.০৪	
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৭.৪১**	**১০.০৬**	**১১.৮২**	**১৪.২৬**	**১৪.৬০**	**১৭.২৬**	**১৮.৬০**	**১৯.৭৯**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.৬৬**	**২০.৬৬**	**২০.৯০**	**২৪.০২**	**২৫.১৫**	**২৬.৮৩**	**২৮.৮১**	**২৯.৪৮**
২. **সামুদ্রিকঃ**								
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		০.৩৪	০.৪৮	০.৩৪	০.৪১	০.৭৩	০.৭৩	০.৭৫
(খ) আর্টিসেন্যাল		৪.৬৩	৫.৬৩	৪.৮৩	৫.০৫	৫.০৫	৫.১৬	৫.৩২
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৪.৯৭**	**৬.১১**	**৫.১৭**	**৫.৪৬**	**৫.৭৮**	**৫.৮৯**	**৬.০৭**
সর্বমোট	**-**	**২৫.৬৩**	**২৭.০১**	**২৮.৯৯**	**৩০.৬২**	**৩২.৬২**	**৩৪.১০**	**৩৫.৫৫**

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার সহজলভ্যতা। পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেমন অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, শস্য ক্ষেতে কীটনাশকের অপরিমিত ও অবাধ ব্যবহার, পানি দূষণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেনু উৎপাদনসহ পোনা উৎপাদন ও আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে হ্যাচারিগুলোতে রেনু উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসনে মৎস্য অধিদপ্তর ৩২ টি সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা যথাযথভাবে পালন করে গুণগতমান সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করছে। এতে পোনার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে। এ মানসম্পন্ন ব্রুড মাছগুলো স্বল্প মূল্যে অন্যান্য বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের কাছে বিতরণ করা হচ্ছে। বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১৩৪টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ৮৮৭ টি হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। সারণি ৭.৭-এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.৭: মৎস্য হ্যাচারি'তে রেণু/পোনার উৎপাদন

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু (মেট্রিক টন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০০৫	১১২	৭৩১	৫.১৩	৩১৫.৮৯	৩২১.০২	২.০৮	৪৬১.০৬	৪৬৩.১১
২০০৬	১১২	৭৬৪	৪.৮২	৪০৭.৮৩	৪১২.৬৫	১.২৪	৪২৮.২৮	৪২৯.৫২
২০০৭	১১৩	৮৬০	৬.২৪	৪৫৭.২৯	৪৬৩.৬৫	২.০৩	৬২২.১৩	৬২৪.১৬
২০০৮	১১৩	৮৭৩	৬.৪০	৪১৬.৯৫	৪২৪.৩৫	২.৭৬	৫৪৯.০৪	৫৫১.৮০
২০০৯	১১৫	৮৮০	৪.৫২	৪৫৮.১৮	৪৬২.৭০	১.৬৬	৯৬০.০১	৯৬১.৬৭
২০১০	১২০	৮৬২	৫.৫৯	৪৬০.২০	৪৬৫.৭৯	২.১১	৯৮৩.৮৭	৯৮৫.৯৮
২০১১	১২৫	৮৪৫	৬.৮৪	৬১৭.৬৪	৬২৪.৪৮	২.১২	৮১৮.২১	৮২০.৩৩
২০১২	১২৫	৯০২	৯.০৭	৬২৬.৫২	৬৩৫.৫৯	২.১৪	৮২২.৬২	৮২৪.৭৬
২০১৩	১৩৪	৮৮৭	৯.০৪	৪৫০.০৭	৪৫৯.১১	১.৩৫	৯০০.১৫	৯০১.৫০

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

প্রতিবছর নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট সাত মাস জাটকা রক্ষা কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান টেকসই ভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত ইলিশ অভয়াশ্রম সন্নিহিত ৪টি জেলায় ৫ বছর মেয়াদি জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০০৯ ,২০১০ ও ২০১১ সালে প্রকল্পভুক্ত উপজেলাসমূহে জাটকা আহরণকারী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত দুই বছরে জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ৬,৮৬৯টি জেলে পরিবারকে ২০১০-১১ সালে ৫.১৭ কোটি টাকা এবং ৭,৫০০টি জেলে পরিবারকে ২০১১-১২ সালে ৫.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে উপকরণ সহায়তা প্রদান এবং ৭৭৮৫ জন সুফলভোগীকে বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৬ জেলার ৮৮টি উপজেলায় ২,০৬,২২৯ জেলে পরিবারের মধ্যে ৩০ কেজি হারে ৪ মাসে মোট ২৪.৭৫ হাজার মে.টন খাদ্যশস্য এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ১৭০০ পরিবারের মধ্যে ১৩০.৫০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ঘোষিত ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন গণমাধ্যমে যথাযথ প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ভরা প্রজনন মৌসুমে চিহ্নিত প্রজননক্ষেত্র প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণ ও অবাধ প্রজনন করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং বিএফআরআই-এর অংশগ্রহণে বিশেষ সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে । জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা এবং ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ৩.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন-এ পৌঁছেছে, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য উন্নত দেশে রপ্তানি হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,১৫৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত) ০.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩০৮০.১৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ করে মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তির কার্যক্রম এবং উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সকল স্তরে মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) এবং ট্রেসেবিলিটি (Traceability) ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। HACCP পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় এ খাতে আশাতীত সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

মৎস্য উপখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মৎস্য উপখাতে ২৬ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২১১.৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১২০.৯৯ কোটি টাকা , যা মোট বরাদ্দের ৫৭ শতাংশ।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৩-১৪ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১টি কর্মসূচির জন্য মোট ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত কোন ব্যয় হয় নি।

প্রাণিসম্পদ

২০০৫-০৬ অর্থবছরকে ভিত্তিবছর ধরে ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ছিল ১.৮৪ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১.৭৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের অংশ স্বল্প হলেও দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চাষাবাদ, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। গবাদি পশু ও হাঁস- মুরগির টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস- মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত তরল ও হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত দেশে গবাদিপ্রাণী ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় যথাক্রমে ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার এবং ৩০ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬৮ হাজার। সারণি ৭.৮-এ দেশে প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.৮: প্রাণি ও পাখির সংখ্যা

প্রাণি /পাখি	সংখ্যা (লক্ষ)						
	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪ (ফেব্রুয়ারি'১৪)
গরু	২২৯.০	২২৯.৭৬	২৩০.৫১	২৩১.২১	২৩১.৯৫	২৩৩.৪১	২৩৪.৩৯
মহিষ	১২.৬	১৩.০৪	১৩.৪৯	১৩.৯৪	১৪.৪৩	১৪.৫০	১৪.৫৪
ছাগল	২১৫.৬	২২৪.০১	২৩২.৭৫	২৪১.৪৯	২৫১.১৬	২৫২.৭৬	২৫৬.১১
ভেড়া	২৭.৮	২৮.৭৭	২৯.৭৭	৩০.০২	৩০.৮২	৩১.৪৩	৩১.৫৬
মোট গবাদি প্রাণি	৪৮৫.০	৪৯৫.৫৮	৫০৬.৫২	৫১৬.৬৬	৫২৮.৩৬	৫৩২.১১	৫৩৬.৬০
মোরগ মুরগি	২১২৪.৭	২২১৩.৯৪	২২৮০.৩৫	২৩৪৬.৮৬	২৪২৮.৬৬	২৪৯০.০০	২৫৯৪.১৮
হাঁস	৩৯৮.৪	৪১২.৩৪	৪২৬.৭৭	৪৪১.২০	৪৫৭.০০	৪৭২.৫৩	৪৮০.৫০
মোট হাঁস - মুরগি	২৫২৩.১	২৬২৬.২৮	২৭০৭.১২	২৭৮৮.০৬	২৮৮৫.৬৬	২৯৬২.৬৪	৩০৭৪.৬৮

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত।

প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন: দুধ,মাংস (গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি) এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০১৪) পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৯-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৯: দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন							
		২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
দুধ	লক্ষ টন	২২.৮	২৬.৫০	২২.৮৬	২৩.৬৫	১৮.৯১	৩৪.৬৩	৫০.৬৭	৩৭.৩৮
মাংস	লক্ষ টন	১০.৪	১০.৪০	১০.৮৪	১২.৬৪	১২.৭৯	২৩.৩২	৩৬.২০	৩০.২১
ডিম	লক্ষ টি	৫৩৬৯০	৫৬৫৩২	৪৬৯২০	৫৭৪২৪	৪২১১০	৭৩০৩৮	৭৬১৭৩.৮০	৬৭৪৫২.৮০

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত।

গবাদি প্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। বর্তমানে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে সমগ্র দেশব্যপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৩২১২ কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮.৫৫ লক্ষ।

প্রাণি সম্পদ আইন প্রণয়ন ও প্রাণি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন

গবাদিপশু-পাখির মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ এবং নির্বিচারে গবাদিপশু জবাই রোধসহ মানুষের জন্যে মানসম্মত মাংস সরবরাহের বিষয়াদি বিবেচনা করে যথাক্রমে মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন-২০১০ এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১১ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হয়েছে। বর্তমানে এই আইন দু'টির বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন-২০১০ প্রণয়নের কাজও চলমান রয়েছে।

দেশে প্রাণি চিকিৎসার আধুনিক সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬৪টি জেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত জেলা প্রাণি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণির রোগ নির্ণয় এবং কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার ও নির্বাচিত জেলাগুলোতে প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার হতে পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণির খাদ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হচ্ছে। উপজেলা ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি কেন্দ্র হতেও রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সুবিধার পাশাপাশি ক্ষুদ্র খামারি ও কৃষকগণকে গবাদি প্রাণি, হাঁস-মুরগি লালন পালনের উপর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেকেই আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য খামার স্থাপন করেছেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে দেশের ৬৪টি জেলায় মোট ৭৮,১৭১টি পোল্ট্রি খামার, ৬০,৬৬৯টি ডেইরি খামার, ৩,৮৩৪টি ছাগল ও ৩,৪৭৩টি ভেড়ার খামার রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ULDC) প্রকল্প (৩য় পর্যায়)' এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপজেলায় পুরাতন ইউএলডিসি মেরামত ও নতুন ইউএলডিসি নির্মাণ এবং হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি খামারে হ্যাচারি স্থাপন এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে।

প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমানে ১৬ প্রকারের টিকা উৎপাদন,বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ১১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ডোজ টিকা বীজ উৎপাদিত হয়েছে। একই অর্থবছরে উল্লিখিত সময়ে মোট ৪৩১.১৫ লক্ষ গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু

২০০৭ সালের ২২ মার্চ সাভারস্থ বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স-এ প্রথম এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু সনাক্ত হয়। জুলাই,২০১২ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত রোগটির বিস্তার রোধ ও এর কারণে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি প্রতিরোধকল্পে আক্রান্ত খামারের এ পর্যন্ত ১,৫১,০৭৫টি মুরগি এবং ৩,৪৯,৫৫২টি ডিম ধ্বংস করা হয়েছে। এ পর্যন্ত খামারিদের ভিতর মোট ২৫.৪৯ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া "Avian Influenza Preparendness and Response Project' এবং "Strengthening of Support Services For Combating Avian Influenza in Bangladesh" শীর্ষক দুটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সনাক্তকরণ ও ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে স্থাপিত হয়েছে ওয়েবভিত্তিক এস,এম,এস গেইটওয়ে সিস্টেম যার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে ,যা রোগটি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (NATP)

প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ সেবা উপজেলা হতে গ্রাম পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ এবং খামারি/কৃষকের চাহিদামত প্রযুক্তিনির্ভর সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে Common Interest Group (CIG), Producer Organisation (PO), ইউনিয়ন পর্যায়ে Community Extension Agent for Livestock (CEAL) এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য NATP প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ মাইক্রোপ্লান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং তৃণমূল পর্যায়ে মাঝারি কৃষকদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে Farmers Information and Advice Centre (FIAC) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে মোট ৩,৮৯২টি CIG গঠন এবং ১২৮০ জন CEAL নির্বাচন করা হয়েছে।

আই সি টি উন্নয়ন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে IT Enable করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি,২০১৪ পর্যন্ত সময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সর্বমোট ৪৭০টি ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে Local Area Network (LAN) স্থাপন করা হয়েছে। এই LAN এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের প্রতিটি কম্পিউটার একটি Network-এর আওতায় চলে এসেছে। অধিদপ্তরের ৮০টি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ টেলিফোন কোম্পানি লিমিটেড (BTCL) থেকে উচ্চগতি সম্পন্ন 1 Mbps Leased Internet সংযোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া Web enable GIS (Geographical Information System) based MIS Software Development-এর কাজ উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

প্রাণিসম্পদের উৎপাদনের উপর জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সারা বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর বেশ প্রভাব পড়েছে, বিশেষ করে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে গবাদিপশুর উপর বর্ধিত তাপমাত্রার পীড়নের ফলে উৎপাদন সরাসরি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং নতুন নতুন রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে চারণভূমি হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে ওঠা চর কিংবা সরকারের খাস জমিতে সমবায়ের ভিত্তিতে চারণভূমি স্থাপনের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রাণিসম্পদ উপখাতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৪১.৫১ কোটি টাকা টাকা (স্থানীয় সম্পদে ৫৫.২৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৬.২৬ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৮০.২৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দের প্রায় ৫৭ শতাংশ।